বাতাস তাড়িত শব্দ

আয়শা ঝর্না

উৎসর্গ

জলপ্রপাতের কাছে যাওয়ার মতো,
বিস্ময়কর অনুভূতি কমই আসে এ জীবনে ....

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ
আধার যান ১৯৯৬ (তরুণ লেখক প্রকল্প, বাংলা একাডেমী)
মাত্রমানুষ ২০০৩ (বইপাড়া, শাহবাগ)
উনুনের গান ২০০৫(ইত্যাদি, বাংলাবাজার)
আয়না, রক্ত, হল্লা ২০০৭(ইত্যাদি, বাংলাবাজার)
গল্পগ্রন্থ, চারকোল ২০০৮ (পাঠসূত্র, গ্রীনরোড)।

সূচীপত্র

১. সময়
২. পায়রা ওড়া ভোর
৩. বালিহাঁস
৪. হে সমুদ্র
৫. টাইরেসিয়াস
৬. অলুক্ষুণে পেঁচা
৭. হিরণ্ময় পাখি
৮. সূর্যমুখী
৯. ভয়
১০. ঘূর্ণিবার্তা
১১. গঙ্গা যমুনা
১২. বৃষ্টি আগুনের মিউজিক
১৩. ময়দানের হাওয়া
১৪. অন্নপূর্ণার রূপ
১৫. অন্তর্গত রক্তে
১৬. দিকচিহ্ন
১৭. ক্ষ্যাপা
১৮. ধর্মগুরুর ক্লাশ
১৯. ঐকতান
২০. কবিতা
২১. ছায়া
২২. অন্ধকার গাঢ় অতি
২৩. ডুবসাঁতার
২৪. জল
২৫. মুক্তাত্মা
২৬. স্মৃতি
২৭. পাকুড়গাছ
২৮. মর্মর চাবুক
২৯. ধুলোঝড়
৩০.প্রকৃতি
৩১.সূর্যাস্তকালীন পৃথিবী
৩২. মিহি বালুকনা
৩৩. সবুজ লোনা ঘ্রাণ
৩৪. জলরঙ
৩৫. সবুজ বিল
৩৬. কোয়ান্টাম কণা
৩৭. পার্লিনটিলায়
৩৮. হাজার দুয়ারী গান

১. সময়

কোনকিছুই তোমার নয়
তুমিও তোমার নয়
তুমি শুধু সময়ের ক্ষেপনমাত্র
হলুদ প্রজাপতির উড়ে যাওয়া সময় জীবন।

২. পায়রা ওড়া ভোর

পায়রা ওড়া ভোর এসেছে স্কুলের মাঠে
শিশুরা গ্রন্থের ভেতর থেকে
টেনে তুলছে জীবন্মৃত ব্যাক্তিদের,

সবুজ নীরব সৌন্দর্য উপচে পড়ে
ঘরে দুয়ারে, রাস্তায়, মানুষের মুখে

পায়রার দল ঘোরেফেরে
মেঘমেদুর আকাশে।

৩. বালিহাঁস

বালিহাঁস হয়ে উড়ে যেতে কিংবা চাইছ
দূর কোন নভোলোক পাড়ি দিতে।
চাইছ টিলার গায়ে জন্মানো জংলি ফুল হয়ে
ফুটে উঠতে কিংবা ধরো কোন সন্ধ্যাতারা হয়ে
জেগে থাকো জীবনের ওপার থেকে।

সেবার বর্ষায় তোমাদের আঙিনা ভরে উঠেছিল জলে,
খেলাচ্ছলে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিলে তুমি।
অথবা সত্যিই ভেসে যেতে চাইছিলে,
দেখ ভাসতে পারলে কই।

তোমাদের পারিবারিক ফটোগ্রাফে নন্দণতত্ত্বের চর্চা হয় খুব,
তার্কিকেরা এথিকসের ঝড় তোলে চায়ের পেয়ালায়।

৪. হে সমুদ্র

বহুদূর হতে এসেছি সমুদ্র
ভার নিয়ে ক্লান্তির ভেবেছি তুমিই পার
আমাকে এমন শূন্যভাব থেকে
উদ্ধার করতে, তীর থেকে
যে জাহাজ তার মতো তুমি
দৃষ্টির সম্মুখে, তুমি কি আশ্রয় দেবে?

হে ক্লান্তিহর লবণাক্ত জলরাশি
সভ্যতার সবকিছু ফেলে দিয়ে
এই আমি নতজানু তোমার নিকটে।

আমাকে আশ্রয় দাও
ঐ বিশাল জলগর্ভে মায়ের ওমে,
পৃথিবীর এ দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে
টেনে নাও গভীর জলরাশিতে।

৫. টাইরেসিয়াস

Let there be light and
There is light
এই তো কি সহজ, ঈশ্বর বলিলেন হও
অমনি পৃথিবী আলোকিত হইল।

এই ভেবেই ছুটলাম আলোকের খোঁজে,
তারপর আলো নেই ... অন্ধকার, অন্ধকার
দগ্ধ পুড়ে যাওয়া এক গাছ আমি।
অভিশপ্ত ... টাইরেসিয়াস।

৬. অলুক্ষণে পেঁচা

দু: খ আর অমানিশা থেকে সেরে ওঠা গেল না আজও।
তোমাদের আত্মীয়তা নিয়ে সন্দেহ হয়। এক জীবনে কত
আর পিপড়ের সারিতে সার বাঁধা যায় কিংবা কোন বাতাস
তাড়িত শব্দ জলযোগ বিচ্ছিন্নতা ধারণ করা যায়।

তুমি উড়ো চিঠির ভয়ে সিঁধিয়ে থাকো
অথবা আটকে থাকো দমবদ্ধ গুমট অন্ধকারে।
বাদুড় হয়ে লটকে থাকো আর লেখো যত
দুর্ণিবার হয়ে ওঠা গল্প।

৭. হিরন্ময় পাখি

যখন হাত বাড়িয়েছি নিজের দিকে তখন
পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে,
নগরবাসী আধো ঘুমে আধো জাগরণে
খোঁজে নিজেদের হারানো স্বপ্নকে।

একটা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে
চলেছি মরূপ্রান্তরে, ধূলিধূসর প্রান্তর
ডিঙিয়ে আমরা খুঁজেছি হিরন্ময় পাখি,
তারকাখচিত নীল আকাশ আর দেহাত্মাকে।

'দেহের ভেতর সে তুমি কোন যাদুকরী,
ডাকিনী কিংবা যোগিনী।'

'আহা মন আজ ঘূর্ণি হাওয়ার নাচে,
তবে হিরন্ময় পাখির খোঁজে যেদিন বেরিয়েছিলাম
আকাশে মেঘ জমেছিল,
মেষ শাবকেরা ছুটছিল দিগন্তের পানে,
নারিকেল বনে ঝড় উঠে থেমে যেতেই
দেখা গেল এক দৈব আলো
ঝড়ে পড়ছে গৃহবাসে।

৮.সূর্যমূখী

আমার একটি সকাল হত্যার জন্য
অভিযুক্ত করছি আনুসঙ্গিক কীটানুকীটকে,
সবুজ রঙের এই সকাল আমার
একটি কবিতা জন্মনোর ইতিহাস,
জন্ম যন্ত্রনার কষ্টে যখন নীরব
আমি, তখনি এ কিটানুকীট জানায়
তুমি তবে কে হও এ পৃথিবীর?

তুলার সে বীজ ফেটে পড়ে
কোন ব্যর্থ আকাঙ্খায়
কষ্টের ভেতর ডুবে যেতে যেতে বলি
কোথায় ফোটাও রৌদ্র সূর্যমূখী!

৯. ভয়

আমাদের গল্প সমূহ সীমিত অতি
যা কিনা অর্জিত জীবনের,
একই গল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আসরে বলা,
একটি শব্দও এদিক ওদিক হয়না কখনো
ঘাড়গুজে শুনে যাই।

দ্রুন্নত কোন গাড়ি পাশ দিয়ে
গেলে যে বাতাস বয়ে আনে
তা একধরণের ভয় পাওয়া যেন
সবকিছু শূন্যে আছে ঝুলে।

১০. ঘূর্ণিবার্তা

ও কেবলি ঘুরে ঘুরে ভাঙ্গা ঘরের কাহিনী
একটি বিষন্ন বটবৃক্ষের কথা বলে,
বলে সেইসব হারিয়ে যাওয়া মুখের রঙ
ঠিক পৃথিবীর প্রথম নারীর মত
প্রথম শব্দচ্চারণের মত তার স্বর।

ঐযে সবুজ দিগন্ত
বিস্তারিত বৃক্ষাসকল, চিক চিক নদী
এ সব দেখেছে শুনেছে,

তার মুখে সে তো ভুলে গেছে কিংবা ভোলেনি
আজো ঘুমজাগরণে ভেসে ওঠে সন্তানসম্ভবা
সেই মুখ সেই স্মৃতি।

অতীত রঙিন সূর্য বল হয়ে
দেখা দেয় কখনো কখনো নাকি ভবিষ্যত

অন্ধকার গাঢ় হয়ে নগর আকাশে ভাসে
বাড়ীমুখো মানুষগুলো ধুলোবালি চোখেমুখে
ছুটতে থাকে।

১১. গঙ্গা যমুনা

আবার আসে শীত প্রতিবার আসে
ধীরে অতিশষয় ধীরে, রোদ নরম হয়ে আসে
মানুষের ভিড় কমে আসে
শহর কথা বলে নীচু স্বরে, যন্ত্র মানুষ শব্দ
শীতের শরীরে মিশে যেতে থাকে
পৃথিবী হয় রহস্যময় অন্ধকার।

জীবনের উপর দিয়ে আমাদের
বয়ে চলা পুরাতন গঙ্গার মত

আগ্রা বানারস চিতর ধরে আছে
পূর্বপুরম্নষের কারম্নকাজ বিশবাস, প্রেম
ড়্গোভ, জাতিবোধ
গান হয়ে ঝরে যমুনায়।

যমুনা, গঙ্গা হিমালয়
বলে আমার জন্মকথা
আর দেখ আমরা অতি পুরাতন।

১২. বৃষ্টি আগুনের মিউজিক

বৃষ্টি আগুনের ঘোর জেগেছে মাথায়
জরির ঝালর লাগানো ঘরে ঢুকে পড়েছি,
সেখানে বাজছে রাগ মলস্নার, মিয়া তানসেন,
ঘরময় এলাচের গন্ধ। বুনো ঝড় আর
এলাচের বাগান থেকে ছুটে আসা বিদুৎনাচ।

আকাশে তখন দৈবভাবের ভেতর থেকে
বিষন্ন আত্মার গান, জলের তলায় লুকিয়ে রাখা
পুরনো রঙঝরা গহনার বাক্স থেকে
বেরিয়ে আসে রূপকথা, মনিরত্ন, চুনিপান্না,
পাথরে খোদাই করা চোখ কিছু
শ্যাওলার ভেসে যাওয়া স্রোতচিহ্ন।

১৩. ময়দানের হাওয়া

ময়দানের হাওয়া থেকে জেনেছি তারা আসলে নারীভূক, হিংসাতুর,
তাদের মুখের দিকে মুখ করে বলেছি, ‘আমার চোখের দিকে চোখ
রেখে দেখ কতটা অসুখী আমি?’

তোমাদের আনন্দ হয় খুব, উলস্নসিত হয়ে ওঠো যখন মৃত্যুকালীন সময়ে
জীবনের দিকে হাত বাড়াই। তোমরা লেখ যত নারকীয় পুরনো এথিকৃস।
মুষড়ে পড়ি আমিও। সেবার ধর্মশালায় ঠাকুরকে জেগে উঠতে দেখলাম,
অসম্ভব রাগী আর ড়্গায়াটে মুখ। মেট্রোতে চড়ে দেখেছি
তোমাদের বাড়ি ফেরার ক্লান্তি।

পস্নানেটোরিয়ামের আকাশে কলকাতার জেগে ওঠা আর
বিসমিলস্নার সানাই কানে বাজে।
কলকাতা বিষন্ন তার জেগে থাকা ক্লান্তিকর।

শান্তিনিকেতনে একদিন খুব ভোরে কোপাইয়ের ধার ঘেষে যেয়ে দেখেছি
মানুষ অনন্ত, জেগে থাকে ছবি ছবি মুখ করে।

১৪. অন্নপূর্ণার রূপ

অন্নপূর্ণার রূপ হেমন্তের দুয়ারে
ধূতি, সাদাশাড়ি লালপাড় সিঁথির সিঁদুর
সর্ষেক্ষেতের পাশ দিয়ে হেটে চলে
শিশিরভেজা পথ ধরে,

কৃষকের জটলা বসে আলের ধারেতে
গল্প চলে কে কবে সোনার পাহাড়ে গিয়েছিল
পেয়েছিল জীয়নকাঠ মরণকাঠ,
দেখেছিল কঙ্কাবতীর রূপ
কুয়াশার মশারী উঠে গেলে

সাতরঙা রোদে ঝিকমিকিয়ে ওঠে
বাংলার নদীঘাটমাঠ শিশুমুখ।

১৫.অর্ন্তর্গত রক্তে

আমার ভেতর এ কিসের কান্না-
অনবরত অবিরল,
কি যেন লুকানো রক্তের ভেতর, ডেকে নিয়ে যায়
কাঁদিয়ে বেড়ায় আয় বলে এখানে নয় আরো দূরে

পেয়ারা পাতার গন্ধে বাতাস দ্বিধাময়
নক্ষত্র তারা সব হযে যায় গুপ্তযুগের কাহিনী
সারাক্ষণ এক যন্ত্রণা রক্তজুড়ে নাচে দ্রিম দ্রিম দ্রিমিকি।

১৬. দিকচিহ্ন

আমি তবে কোন পথে যাব বলুন দৈবজ্ঞ,
সম্মুখে দুটো পথ একটি চিরন্তন,
অন্যটি চড়াই উৎরাই।

ভেতর থেকে একটি স্বর বলে ওঠে,
নতুন পথে আলোর বন্যা, ভাঙবে প্রাচীর,
ভেসে যাবে লোকালয়, গৃহবাস।

অন্ধকারে গান করতে করতে এগিয়ে
আসে একদল ভিড়ঙ্গু।

১৭.ক্ষ্যাপা

আমিই সত্য আমিই আদি এবং অনন্ত
কোন বাঘ নয় বেড়াল নয় কেবল আমি
যতদূর চোখ যায় আমারই প্রকাশ,

আমারই চারপাশ ঘিরে আমারই
কায়ামায়া সংসার, রিক্সার শব্দ,
ফেরিওয়ালার কণ্ঠস্বর, ভিক্ষুকের মিছিল।

আমি উর্দ্ধে, আমি নিম্নে, আমি মধ্যে
আমি ক্ষ্যাপা।

১৮. ধর্মগুরুর ক্লাশ

সে সন্ধ্যায় এক ধর্মগুরূ
অবিরাম বকেই চলেছে
আর নগরের সমস্ত দূয়ার খোলা
কোন লোডশেডিং নেই তবু অন্ধকার
সব ইঁদুর কুকুর ছুটোছুটি করছে
এমন একটি সময়ে ...

কোন এক কবি ভুলে যায়
তার লেখবার কথা ছিল,
জানাবার জন্য খুঁজছিল নতুন ভাষা
কিন্তু অসংখ্য বুলেট এসে বেঁধে পেটে
আর্ একটি ডানহাতে,
বুলেটবিদ্ধ হাতেই সৃষ্টি হয় কবিতার।

কবি জখম হয় যেখানে সেখানে লেগেছিল
ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

১৯. ঐকতান

ও মা শ্যামা গ্রাম তুমি
অচেনা অজানা সবুজ বৃক্ষা..

এখানে ফাতেমা শ্যামা
এক হয়ে ঢাক ঢাক শব্দে নেচে ওঠে।

নারকেল নাড়ু জিলাপীর স্বাদ
ঘরে ঘরে্ আসনটি পাতে।

ঋষি পাড়ার বুড়ির সাথে
মুসলিম পাড়ার দাদীর দু: খ এক
হয়ে ধলেশবরীর স্রোতে ঢেউ তোলে
তাঁতীবাড়ীর ছেলের সঙ্গী বিশু
গোয়ালবাট্টীর, মেলা দেখতে ছুটছে,

প্রতিটি মুখই কোমল জটিল আর্দ্র
বৃক্ষাসারি দোলা দেয় শূন্যে একযোগে।

২০. কবিতা

আমাকে এমন একা রাখার জন্য
বেছে নিলে কবিতা আমার, বড় দু: খী
নিজের দু: খে সদা ম্রিয়মান।
কষ্টে কষ্টে একবেলা ভাল থাকি তো
ওবেলা এলোপাথাড়ি সুবাতাস দীর্ঘক্ষণ।

এই দ্বীপে সঙ্গীহীন আমি পৃথিবীর মেরম্নপথে
একা যাত্রী কখনো হাঁটি কখনো নুব্জ্য হয়ে
চিতকার দিয়ে উঠি।

সন্ধ্যায় তাবৎ প্রাণীকূল ফেরে আপন আবাসে
আর আমি শূন্য মন্দিরে বাজিয়ে চলি ঘণ্টাটিরে
ঢং ঢং ।
আমার দু: খগুলো প্রতিধ্বনি তোলে বলে,
কেঁদে না মেয়ে নিজেকে ঢাকো মেঘের আড়ালে
আড়াল আড়াল এত আড়াল করেও
ঢাকা থাকিনা প্রকাশিত হই
শরীরে শোকের কালো কালো গর্ত।

২১. ছায়া

মানুষ স্বপ্ন দেখে নিজের ছায়াকে
যে ছায়া তাকে তাড়িয়ে ফেরে কোন এক
বিবধস্ত নগরে। নগর রক্ষাককে দ্বার খুলতে
বললে সে বলে,
‘এ শহরে নতুন এসেছ জান না তো তার বিধিমালা।

ছায়া তখন বলে ‘তুমি তবে জানাও কিছু অলঙ্ঘনীয় বিধান।’
দ্বাররক্ষী ছায়ার ক্লান্ত চোখে চোখ রেখে বলে, এই যে, শান্ত
বাগান, ঝিলমিল পুকুর এর বাইরে যেও না কোনদিন যেন।’

ছায়া এ বিধান মেনে যেই ঢুকল নগরে সেদিন থেকে শুরম্ন হোল
মানুষের পথচলা। ছায়া ঘুমালে মানুষ হাটে, মানুষ ঘুমালে
ছায়া হাঁটে। এভাবেই চলে মানুষ আর ছায়ার প্রতিদিনকার খেলা।
যেমন বেড়াল তার থাবার বিস্তার ঠেকাতে নিজের মুখে আঁচড় কাটে
তেমনি অবিরাম ছায়া আর মানুষের হাঁটা।

২২. অন্ধকার গাঢ় অতি

কিভাবে এই অভিমন্যুর চক্রব্যূহে
এসে পড়লাম কোন যাদুকরী সুতোর টানে,
আজকের অবলোকিতেশ্বর
টেনে নেয় আমার শ্বাস,
মাছের কানকোর নীচে রক্তাক্ত দীর্ঘশ্বাস,
যেন জীবন, সমুদ্রের লবণাক্ত
জলে ভারী হয়ে গেছে।

আর্তনাদে দীর্ণ করি, বলি
কে আমাকে এই অভিশপ্ত জীবন দিল,
কে সেই ঈশ্বর, নাকি নাগমাতা যার
প্রতিটি ছোবল টেনে নেয় আমার
এক একটি শ্বাস।

বিষে নীল হয়ে গেছে ধীবর মেয়েটির গা
আরও আরও ধীবর যুবারা আসে ছুটে।
কে সেই ধীবর পুরুষ আমি যার জন্য
পান করেছি হলাহল, মৃত্যুর শীতল ছোঁয়া?
প্যান্ডোরার বাক্স থেকে যে লুকানো
বিষ আমাকে এই মরুমাঠে দিয়েছে ফেলে
ধীবর বাবা মা ছোট ভাইবোনদের
ফেলেছি হারিয়ে এই কোলাহলে।

প্রিয় মুখটির টানে এই আমি চলে এসেছি
মৃত্যু উপত্যাকার কোলে,
দীর্ঘ রাত্রি দিন পর হয়ে যায়।

মেঘদল হেসে হেসে আকুল,
এ কোন গান শোনাল সে আমায়
আজন্ম দু: খী আমার পারাণের
কড়িটুকু ফেলেছি হারিয়ে।
বিবর্ণ হাড়, খুলির ভেতর দিয়ে
মরুঝড় বয়ে যায়, চুল গেছে খসে
চক্ষুহীন খালি কোটর ধকধক জ্বলে,
পিঞ্জরের ভেতরে যে আত্মাটি
এত কষ্ট পেয়েছিল সেটিও ঠিকঠাক এর
আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে

পাহারায় থাকে আর দগ্ধ শরীরটাকে খোঁজে।

কোথায় সেই সুডৌল বাহুডোর?
হাড়ের মিনার থেকে পেয়েছ খুঁজে
আরেক রূপসীর ক্রন্দন!
আবারো কাঁদাবে তাকে, ডেকো না
ওকে প্রেতযোনী নাম দিয়ে হলস্না কোর না
এত বিভৎসতা কোথা থেকে পেলে?
আমারি খেলার সাথী তুমি,
তোমাকে চিনতে পারিনি বলে, এই
হাড়ের মিনারে খুঁজে বেড়িয়েছি হারানো
আমাকে। জলডোরা বাঘ হয়ে
মৃত্যুনীল হিমছড়ি, ঝর্ণার পাদদেশে
এসে থেমেছি, গোগ্রাসে গিলেছি নিজেরি রক্ত।

পাড়াময় ডাকিনী যোগিনী
ঢাকর কাসরের শব্দে ঘুমাতে
পারিনি দীর্ঘকাল, দেখা
শূন্য কোটর ধকধক জ্বলছে...
জলের চিহ্ন সেখানে নেই,
তোমাদের বৃন্দ ভৌতিক হাসি
অলৌকিক হয়ে গেছে আজ।

আমার আত্মাকে ঘিরে আমিই জপছি
পবিত্র শেস্নাক,
ওম শান্তি মাদাম সসস্ত্রে ফেমাস
ক্লারো ভায়েন্ত
ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি

পড় তোমার ঈশবরের নামে
বলো দেহমাঝে তুমিই ঈশবর
তুমি করূণাধারা, দিনান্তে
গোধূলি বেলায় ধীবর কন্যার
বাড়ি ফেরা।

২৩. ডুবসাঁতার

সবাই করছে যাই যাই,
কেন? কারো কোথাও থাকার জায়গা নেই।
হয়তো হ্যাঁ হয়তো না।
কেউ কেউ আসে, যাওয়া আসার পথে
শব্দ.. যেন কোরবানীর জবাই করা গরম্নর গোঙানী
অসাড় চেতনা... ডুবে যাচ্ছি যখন কে যেন বলে,

যুবে যাচ্ছেন যে। হাত পা ছুড়ুন।
সাঁতার কাটুন। নিজেকে জাগাই একটানে,
হা করে প্রশবাস নেই
বেঁচে আছি বেশ।

২৪. জল

কাল রাতে যিশুকে দেখলাম আমার ভেতর
যে কিনা পড়ে আছে রক্তাক্ত, মাতৃক্রোড়ে,

অধোবদনে মা আমার রক্তাক্ত ড়াতে হাত
বোলাতে বোলাতে বলে, ‘আহা খুব কষ্ট পেলি’
আর মায়ের চোখে জল

দূর থেকে আমি আমার শরীর ছাড়িয়ে
চলেছি অজানা পথের ওপর দিয়ে,
ভারি মেঘের সাথে, ব্যথাদীর্ণ
কোন নারীর চোখের জল হব বলে।

২৫. মুক্তাত্মা

তুমি যে এমনি করে
মরতে চাইছ কিংবা ভেসে যেতে,
ভেসে যেতে যেতেই চোখ মেললে
দিগন্তে মেঘের ঘনঘোর
গহন কান্নার আয়োজন।

এমন বাদল দিনে
পদ্যখানি দু'হাতে উঠিল হেসে,
ভিজে যায় তার লিপিখানি
লিপির অঙ্গারে নীলপদ্ম ফুটেছে যদিও
কাটা এল কোথা থেকে?
কাঁটা নাকি গান আত্মার যাকিনা
শরীর ছেড়েছে।
হালকা হাওয়ায় পলকা হয়ে
ভাসছে তাহার আত্মাহীন দেহ।

দেখ কবেকার শঙ্খমালা এভাবে মরেছে
অথবা বেঁচেছে লোকালয়ে।
উন্মাতাল মাঝি
দেহটিকে ঘিরে তোলে শোকের মাতম,
আত্মাটি তখন দূর থেকে দেখে
ফেলে আসা দেহ, নৃত্য করে,
কালিমুন্ডাধারী ভয়াল মুক্তাত্মা...
তখনও থামায়নি তার বেদনার ঝড়,
না বলা কথার ঝুরি,

গৃহবাসী বৃষ্টিময় দিনে ঘুমায় বেঘোরে,
যেখানে কল্যাণ মাথা পেতে রাখে।

২৬. স্মৃতি

কিছু কিছু মুখ
দেখা হয় শুধু একবারই
আর কখনো নয়,

আজ যে অপরিহার্য
কাল সে স্মৃতি ....।

ঝরা ফুলের মতো
আড়ালে যায় চলে।

২৭. পাকুড়গাছ

যেদিন ভাবলাম বেঁচে উঠব আমি
সেদিন মৃত্যু হলো পুরনো মানুষটার
এই নতুন আমি আমাকে নিয়ে ভীষণ
ভাবান্বিত কিংবা চিন্তিত,

ভাবছি কোথাও হারিয়ে ফেলেছি
পুরনো আমাকে, শিশুবেলা
কল্পকথা গাছ হয়ে আজ
ছায়া দেয় আর বড় হয়ে ওঠার গল্পে
কেবল একটা পাকুড়গাছ।

২৮. মর্মর চাবুক

কি করব আমি এই ভারবাহী জীবন নিয়ে!
আমার প্রভু সপাং সপাং চাবুক পেটায় আর আমি
জলঝরা চোখে আমার মৃত্যুকে কামনা করি।

মৃত্যু ও জীবীতের মধ্যবর্তী জীবন নিয়ে
ভর দুপুরে বসে থাকি ছাতিম গাছের নীচে
যদি কোন অভয়দাতা আসেন,
এসে বলেন, চলো, তোমার জন্য রয়েছে সবুজ গালিচা
ঝিরঝিরে ঝর্ণা, মহুয়ার গন্ধ আর বিলুপ্তপ্রায় নগরীর কারন্নকাজ।
অসীম ধৈর্য্য নিয়ে আমার কান্নামেশানো অভিব্যক্তি
আঁকতে থাকেন কোন আঁকিয়ে।

আমি তখন বোবাচোখে আঁকিয়েকে দেখি
সে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চাইছে আমাকে।
আমি এই ভারবাহী জীবনটাকে ঝেরেঝুরে
দেরাদুন যেতে চাই কিংবা শান্তিনিকেতনের কোন নিবিড় পলস্নীতে
কাটিয়ে আসতে চাই বাকি ক'টি বছর।

সেবার বরফকুচি পড়তে দেখছিলাম জানালার শার্শিতে
বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল খুব,
মনে হচ্ছিল বরফের নীচে ধীরে ধীরে চাপা
পড়ুক আমার করূণ জীবন।

পারিনি, কারণ তা ছিল স্বপ্ন,
ঈগলটার উড়ন্ত ডানায় ভাসতে চাইলাম
বাতাস আমার নাক চোখমুখ বন্ধ করে দিল,

কাঠঠোকরার লাল ঝুটির ভেতর লুকাতে চাইলাম
কাঠঠোকরা আমার দিকে না তাকিয়ে কাঠ ঠোকাতে লাগল ঠকাঠক...

আর ফিরে তাকালো না,

এইখানে হররোজ মৃতেরা উড়ে উড়ে আসে
আর রাত্রিভোর তাদের দীর্ঘশবাস কান্নাহাসির রোল ছড়ায়

এরই ভেতর মৃত্যু এসে যাবে
ড়ায়ে যাবো কিংবা ধরো ঢাকা পড়ে যাবো

আরেকটি ধংসযজ্ঞের ভেতর..

আর ভুলে যেতে থাকি চাবুকের ড়াত।

২৯. ধূলোঝড়

যখন রাস্তায় বসে ওরা
রাত নাতে, নীল রঙের আকাশ ঘন ছায়া ফেলে
ঝরে পড়া পাতা ঘূর্ণায়মান গাড়ীর গোল চাকা
বসন্ত বাতাস হু হু , বসে থাকে ওরা।

কোথাও বজ্রপাতের শব্দ
এরপর ধূলোঝড়, সবাই ছুটছে
দু'হাতে সরিয়ে অন্ধকার।

৩০.সূর্যাস্তকালীন পৃথিবী

পৃথিবী যেন একটা কামারশালা।
হাতুড়ি আর আগুনের শিখায় ছলকে ওঠে কামারের মুখ।
পোড়া, তামাটে দ্রাবীড়। নির্মাণ করে চলছে মঙ্গল, শনি
ইউরেনাস নামক গ্রহ উপগ্রহ।
কামারের হাতে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী

যেখানে বাস করে তার আত্মীয় স্বজন, সে ভুলে যায় তাদের
কথা। এক একটি হাতুড়ির ঘায়ে নির্মাণ করে চলেছে সে
লৌহবর্ণ চাঁদ, সূর্যাস্তকালীন মায়াময় পৃথিবী আর ফুলকি
আঁকা নীল আকাশ।

একদিন সূর্যাস্তের শেষে বেলাকার আলোয়
নিভিয়ে দেয় তার নির্মাণ যজ্ঞ, হাতুড়ি পেলে কাস্তে নিয়ে ঢুকে
পড়ে যাদুপুরীর হা করা মুখে সেখান থেকে ভেসে আসে পাখির
কিচিরমিচির হররোজ।

৩১. মিহি বালুকণা

মনে কর তোমার হাতে ছিল নীল মিহি বালুকণা।
যেন কবেকার প্রাসাদপুরের হীরা জহরত।

নদীফুড়ে যে প্রাসাদ জেগে ওঠা সেখানে পড়ে থাকে
আমার শবাস। নদীর গর্ভদেশে বেজে চলে মেঘমলস্নার।

কান্না একসময় হাড় হয়ে যায়। সে হাড় খুজে নেয়
কোন খোড়া ডুবুরী। তার হাতে তখন যাদুমহাল।

মন্ত্রের হোমানলে যজ্ঞ চলে। ওখানে বেজেছিল
কবেকার বৃহন্নলা। মধ্যরাতের প্রাসাদ শিখরের
উপর দিয়ে বয়ে চলা স্রোতে ভেসে যায় শত শত বছর
আর ইটপাথর থেকে খসে পড়ছিল দীর্ঘশবাস কিংবা নাম
না জানা বুনোফুল হারিয়ে যাচ্ছিলাম ইটপাথর হাড় আর
হাড়ের পাহাড়ে।

সমস্ত হাড়গোড় এক হয়ে হাঁটতে
থাকলে জন্ম নেয় কোন মোমের রাজকন্যা তার গলায়
হীরের বদলে সাত সাতটি পেচানো শঙ্খচূড়।

৩২. কোয়ান্টাম কণা

আমার মনে হতে থাকে সে শীতের কথা যে শীত আমার মর্মমূল পর্যন্ত নাড়া দিচ্ছিল।
আর এই আমি ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছিলাম, ককিয়ে উঠছিলাম, নিজের কুকড়ে যাওয়া
শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছিলাম পৃথিবীর এক কোনায়। সে কোনাসমেত আমি
ঘুরছিলাম গ্রহ থেকে গ্রহন্তরের আলোকবর্ষে যেন পড়ে যাচ্ছিলাম কৃষ্ণগহ্বরে।

আর আমার থেকে ঠিকরে পড়ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোয়ান্টাম কলা। আমার হাতের
কাছে ছিল কিছু পোড়া ঘাস, শহরের শেষ ধংসাবশেষ যা দিয়ে সাজিয়েছিলাম
আমার হাত নাক কান। পৃথিবীর কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণন শেষে উড়তে উড়তে যেয়ে
পড়লাম সুদূর সাইবেরিয়ায় কিংবা আলাস্কায়।

অতিকায় সূর্যের তাপে গলছিল আলাস্কা প্রাচীর সেই সাথে আমিও।
আলাস্কা গলে গলে এসে পড়ে আইসল্যান্ডের ভলকানোয়।

ভলকানোর উদগীরণে ছাইয়ের ভেতর কুন্ডলী পাকানো আমি
বোবাকান্নার মত আটকে থাকি। মা আমার কাঁদতে থাকে কেন সুখ হোল না
এ জন্মে! আর আমি কান্না ভুলে ঢুকে পড়ি পৃথিবীর স্নানঘরে যেখানে রয়েছে
মর্মরিত মুরতি। স্নানঘরে জলের সাথে গড়িয়ে পড়ে কান্না। কান্নাগুলো চুনিপাথর
ঘেরা রাজমহালের বাতিঘরে ঘোরেফেরে।

মহালের ধারঘেষে পাহাড়চূড়া, ঝর্ণার ঝোরা, কোন কবরস্থান থেকে
মন্ত্রপাঠ পঠিত হয় অথবা অর্ঘ্যদান চলে
তবু আমার সে ভ্রমণ সে শীত কাঁপিয়ে দেয় আমাকে।

৩৩. সবুজ লোনা ঘ্রাণ

সে পড়তে থাকে পবিত্র শেস্নাক
যা কেবল মৃত্যুতেই পঠিত হয়,
মৃতের জন্য যা যা প্রয়োজন
সবই আজ সাজানো, থরে থরে

শোকের পোষাক পরে নারীগন
হাসতে থাকে যেন এক ঘোর,
এ ঘোরেই বাকীরা কাটিয়ে দেয়
জীবনের সবক'টি বছর।

পুরম্নষগন মৃতের জন্য
এনেছে পোষাক লাল চেলি করা,
সমস্বরে চেচিয়ে ওঠে নারীগন
তাদের কণ্ঠস্বরের মায়ায়
জড়িয়ে যায় বাকীসব পুরম্নষ।

এভাবে হলস্নার ভেতর মৃতজন
উঠে যায় খাটিয়া থেকে,
আর তার চোখে তখন
দিগন্তের ভোর, অন্ধকার গেছে কেটে
বাতাসে সবুজ লোণাঘ্রাণ
যা সে বয়ে এনেছিল
বুকের তাজা শবাস থেকে।

৩৪. জলরঙ

আজ আর কোন ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে চাইনা
সব ব্যর্থতাই এক একটা সাফল্যের গল্পগাথা
সব দু: খ এক সময় সুখের পায়রা হয়ে উড়ে
আর কোন দু: খ নয়, ব্যর্থতা নয়, প্রসন্নতা..

প্রসন্নতা তোমাকে দেবে মগ্ন হবার সুখ,
কালো জলের স্বচ্ছলতায় খুজে পাবে তোমার শৈশব
জমানো দু: খগুলো শাপলা পাতার মতো থাকবে চেয়ে।

আজ আর কোন ব্যর্থতার কথা নয়
প্রাণভরে অনুভব কর নির্জন সৌন্দর্য।

৩৫. সবুজ বিল

না এখন কোন কথা নয়
জলের কিনারে এসে সব অসুন্দরকে পেছনে
ফেলে রাখ,
ভুলে যাওয় মলিন জীবন।
ঐ দেখে আকাশ জলে ভরা বিল সবুজ দুইধার,
দেভছো না কেমন জীবন্ত ছবি।
কলার ভেলায় ভেসে বেড়ানোর মত
করে ভাসছে জীবন নাকি আমি!
এইখানে এই জলের ধারে
সব ক্লান্তি স্বার্থপরতা ফেলে রেখে এস
সুন্দরের প্রার্থনায় বসি।

এই জল কথা কয় ধীরে ধীরে
প্রাণের ভেতর প্রাণ দেয়,
বৃক্ষ লতাগুলো আকাশ
কেমন কাছাকাছি শুদ্ধশ্যামল,
আজ প্রকৃতির কাছে নতজানু আমিও

কি কাঙ্খিত সৌন্দর্য তোমার দীর্ঘ একটানা
গীতময় ভঙ্গি।

সব হারিয়ে যাক জলের তলায়,
কেবল সৌন্দর্য, কল্যাণ, প্রাণ জেগে থাকুক
জলেভরা প্রকৃতি আমার।

৩৬. প্রকৃতি

প্রকৃতিই সত্য এই খোলা উপুড় হয়ে থাকা আকাশ
রক্তের মতো মতো জীবন্ত প্রাণবাহী জল।
জলই সব স্বচ্ছ শুদ্ধ। যতদূর চোখ যায় কিলবিলে জল
ভিটার চারদিকে। পুঁইজাংলাটা জলের তলায়
জেগে থাকে। ঢোল কলমি আনন্দে উদ্বেল,

ধনচে গাছের দলবদ্ধ একবুক জলে ডুবে
ফিঙ্গে ধ্যানীমুখ ভাসমান জাল পেতে দিয়ে
পিতাপুত্রের উদাস দৃষ্টি সব কোলাহল থেমে গিয়ে
জলের শব্দ।

জল সভ্যতা কল্যাণীময়, মায়াময়, চঞ্চল, গতিশীল
তার বয়ে চলা, দু: খ সব চুপ করে ডুব দেয়
তুলে আনে অতল আজীবন। কোলাহল মুখর
শিশুর নিষেধ না মানা উলস্নাস অপলক সুন্দর
ধ্যানী, শান্ত, বৌদ্ধের দীক্ষাপ্রাপ্ত।

৩৭. পার্লিনটিলাস

আমার পার্লিনটিলাস হতে ইচ্ছে করে না
ছোট্ট একটা দোয়েল হয়ে
এগাছ ওগাছে লেজ
উচিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে
মানুষের মুখ।
পার্লিনটিলাস তুমি ভুলে গেছ
বেঁচে থাকাটাই মূখ্য,
অন্যকিছু নয়।
তবু আমি দোয়েল হব কারো চোখের মায়ায়
দেখব আকাশ নীল।

জলের ওঠানামায় মানুষের সুখ-দু: খ আর
কল্যাণ দেখব।
পার্লিনটিলাস, তোমার মতো শুধু
সমুদ্রের লোনাজলে ডুবে থাকতে চাইনা,
স্কুলের পাশে বসে
শিশুদের পাঠভ্যাস দেখব আর দোল খাব,
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়ে আমার ডানা।

৩৮. হাজার দুয়ারী গান

বহুকাল আগে পাথর জলের দ্বৈত
মর্মরিত সুর থেকে...

আমি জেনেছিলাম জীবন,
একটা রঙিন পাকুরের ঠুটোফল
কিংবা টিয়াঠুমির ঝালর,
কোন নির্জন পথের ধারে
একদল সাতভায়লার ঐকতান।

সূর্য যখন উদগ্র তাপ আর
আলো দিয়ে জ্বালায় পৃথিবী
তখনি বেরিয়ে আসে
কিছু শিশুমুখ করম্নণ বিষন্ন,
ফুটপাত ধরে হাঁটছো যে তুমি সে ও
তো ঐ শিশুমুখ হয়ে
ঘুমাতে চাইছে ছায়াঘন মায়াঘরে,

এরকম দিনে শহরের পশগুলো
পথ নয়, মিহি বালুকলা,
আঙরাখা পরা হাজার দুয়ারী গান।